123

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...1 1 OCT 1991...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার বন্দুক যুদ্ধ

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের শুরু হয়েছে। পূর্ব বিরোধের সূত্র ধরে গতকাল সন্ধ্যা ৭টা থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও মুজিববাদী ছাত্র লীগ কর্মীদের ব্যাপক গোলাগুলীর ঘটনায় পুরো ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। রাত ১১টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে কমপক্ষে দু'শতাধিক রাউণ্ড গুলী বিনিময় হয় এবং এর পরও গোলাগুলী অব্যাহত থাকে। তবে, কারো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। রাতের অন্ধকারে কিছুক্ষণ পর পরই হঠাৎ লাফিয়ে উঠা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং সাথে সাথে চারপাশ প্রকম্পিত করা গুলীর শব্দে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি বিভীষিকায় রূপ নেয়। বিভিন্ন হলের আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। হলের বাইরে আটকে পড়া শত শত ছাত্র ক্যাম্পাসের প্রবেশ পথসমূহে অধৈর্য হয়ে প্রতীক্ষায় থাকে— কখন গোলাগুলী থামবে!

এদিকে, গতকাল রাত ৮টা থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্র দল ও ছাত্র লীগের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত গুলীর শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

পূর্ব বিরোধ ও উত্তেজনার সূত্র ধরে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উভয় সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীদের ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। দুপুর ১২টায় মুজিববাদী ছাত্র লীগের কয়েকজন তরুণ ছাত্র দলের জনৈক কর্মী মিজানকে কলা ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে 'ক্যাম্পাস শ্যাডো'-এর কাছে প্রহার করে। এ ঘটনার পর পরই কলা ভবনের করিডোরে মুজিববাদী ছাত্র লীগের কয়েকজন মুখচেনা তরুণ প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ছোটাছুটি করতে থাকলে কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তবে, কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। এ ঘটনায় বিকেল থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সামনে হঠাৎ উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলী শুরু হয়। মুজিববাদী ছাত্র লীগ কর্মীরা জহুরুল হক হলের সামনে থেকে এবং ছাত্র দল কর্মীরা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের পাশ থেকে প্রতিপক্ষের সাথে গুলী বিনিময় করতে থাকে। এর পরই টিএসসি এলাকায় দু'পক্ষের মধ্যে গুলী বর্ষণের ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে পুরো ক্যাম্পাস সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। জগন্নাথ হল, এস এম হল, জহুরুল হক হল, মুহসীন হল, সূর্যসেন হল ও জসীম উদ্দীন হল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে গুলী বর্ষণের শব্দ শোনা যায়।

১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

বন্দুক যুদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উভয়পক্ষের সশস্ত্র তরুণরা হলের বারান্দায়, ছাদে এবং সীমানা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলী বর্ষণ করতে থাকে।

পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথসমূহে অবস্থান এবং যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। তবে, রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত সংঘর্ষ বন্ধ করতে পুলিশকে কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েক মাস আগে ডাঃ মিলন হত্যার আসামীদের মুজিববাদী ছাত্র লীগে বরণ করে নেয়া এবং জগন্নাথ, সলিমুল্লাহ ও জহুরুল হক হলে আশ্রয়দানের পর থেকে ক্যাম্পাস অশান্ত হয়ে উঠে এবং একের পর এক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটতে থাকে। সে সময় থেকেই ছাত্র দল ও ছাত্র লীগের মধ্যে বিরোধ অব্যাহত রয়েছে।